সাহিত্যচর্চা : বিবিধ প্রসঙ্গ

সংকলন ও সম্পাদনা
শম্পা সরকার

11/17

CamScanner 08...

সূচিপত্র

মধ্যযুগ

কাননবিহারী গোস্বামী ১ কেতকদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গলে' বেহুলা চরিত্র

নন্দকুমার বেরা ৩ বাংলার-বাউল – লালন : সারা বিশ্বের এক বিস্ময়

সন্দীপ কুমার মণ্ডল ৮ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধর্ম-জাতি-বর্ণ

বিনোদ সরকার ১৫ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বাঙালি জীবনসম্ভব

ঋতব্রত বসুমল্লিক ২৬ চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে কোষকাব্যের প্রভাব

অনুপ কুমার সাঁতরা ৩৬ সীতার বারমাস্যা : কৃত্তিবাস

সিদ্ধার্থ খাঁড়া ৪৯ মধ্যযুগীয় মুসলিম সমাজ : মোল্লা নাসিরুদ্দিনের ভাষ্যে

লোকসাহিত্য

শামস্ আলদিন ৫৪ লোকনাট্যে নারী : এক সামাজিক বাস্তবতা

স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায় ৬৬ বীরভূম জেলার শিল্পধর্মী লোকসংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব

প্রবন্ধ

শম্পা সরকার ৭৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় : একটি সমীক্ষা

অমরেশ মণ্ডল ৮১ প্রসঙ্গ : অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য ৮৮ 'সংস্কৃতি' ও 'অপসংস্কৃতি' প্রসঙ্গে চিন্তাবিদ্ অন্নদাশঙ্কর রায়

কাব্যকবিতা

শম্পা সরকার ৯৭ বাৎসল্যরস : কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বরেন্দু মণ্ডল ১০৪ মৃত্যুর নিপুণ শিল্প : প্রসঙ্গ বাংলা কবিতা

নাটক

বর্ণালী হাজরা ১২০ দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাহাজান' : নারীদের বৈচিত্র্য

সাগর দাস ১২৮ চাঁদ বণিকের পালা : মঙ্গলকাব্যের আধুনিক নাট্য নির্মাণ

CamScanner 08...

মধ্যযুগীয় মুসলিম সমাজ : মোল্লা নাসিরুদ্দিনের ভাষ্যে

সিদ্ধার্থ খাঁড়া

গোপাল ভাঁড় বা বীরবলের মতো ভারতীয় না হয়েও মোল্লা নাসিরুদ্দিন ভারতের মানুষের কাছে এক অতি জনপ্রিয় চরিত্র। মধ্যযুগের নাগরিকতায় তাঁর গল্পগুলিকে নব্য লোককথা হিসাবে ধরা যায়। যা বণিক, পরিব্রাজক ও যোদ্ধা প্রভৃতির মুখে মুখে তুরস্ক থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে নাসিরুদ্দিন তৎকালীন শাসক বর্গের (রাজা ও বাদশা, জমিদার ও মন্ত্রী) বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা ও পুঁজিপতিদের হিটলারি মনোভাবের বিরুদ্ধে তথাপি একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের একমাত্র লোকনায়ক হিসাবে মোল্লা নাসিরুদ্দিন উঠে এসেছে। কমিকস্ এর মূল চরিত্র হয়ে তিনি সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে নগরজীবন ও গ্রামীণ জীবনের ভেদরেখা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যা বর্তমান সময়েও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প মানেই নির্ভেজাল হাসি। তার গল্প প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের জলছবি। বিশেষত মধ্যযুগের বঙ্গীয় সমাজের যে কদাকার, ঘৃণ্য ছবিটা, তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার তার গল্পগুলি। গোপাল ভাঁড়ের মতো নাসিরুদ্দিনের গল্পও শুধু হাস্যরসের খনি নয়, তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে এক একটি চপেটাঘাত। এই হাস্যরস তৎকালীন মধ্যযুগের মুসলিম সমাজের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। নগর সভ্যতায় হাস্যরসের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কমিকস্ - সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক লোক সংস্কৃতি। কমিকস্-এর এই হাস্যরসের আড়ালে অন্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অর্থাৎ শাসিত গোষ্ঠীর সম্পর্কে আপত্তি থাকে। যেমন ধরা যাক 'বাদশার আত্মা' গল্পটি সেখানে বাদশা নাসিরুদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করেছিল মারা যাওয়ার পর তার আত্মা কোথায় যাবে? এই শুনে নাসিরুদ্দিন বলেছিল 'আপনার আত্মা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে কারণ যাদের জান্নাতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় তাদের অনেককে আপনি হত্যা করেছেন। 'স্বর্ণমুদ্রা ও ন্যায়' নামক গল্পেও দেখা যায় বাদশা স্বর্ণমুদ্রা ও ন্যায়-এর মধ্যে ন্যায়কে বেছে নিয়েছিল। কারণ হিসাবে নাসির বলেছিল - 'যার যেটা অভাব সে সেটাই চায় আপনার যেটা অভাব সেটাই আপনি বেছে নিতে চাইছেন' শাসক গোষ্ঠীর ন্যায়ের অভাব রয়েছে একথাটি সেই সময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তৎকালীন মধ্যযুগের নাগরিক সমাজেও ন্যায়ের থেকে অর্থের মূল্য যে বেশি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে গল্পগুলিতে।